APR. 06 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম...৬......

শিহাবের সাইকেল কেনার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল এই চেন বিক্রি করে। পুলিশ চেনটি উদ্ধার করেছে —জনকণ্ঠ

শিহাব হত্যা

আরও আলামত উদ্ধার ॥ পলাতক আসামী ধরতে পুলিশ গেছে ঢাকার বাইরে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অপহৃত, নিহত শিহাবের গলিত দেহ চোখে দেখেননি মা-বাবা। কফিনে ভরা লাশ দাফন হয়েছে তাঁদের চোখের আড়ালেই। শিহাবের বাবা বললেন, আমার সন্তানের যে নিষ্পাপ ছবি আছে মানসপটে তাই থাক; নতুন করে আর বিকৃত চেহারা আমি দেখতে চাই না। শিহাবের পরিবার এখন আছেন

আরও আলামত উদ্ধার

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশ পাহারায়। তবু সকলের জিজ্ঞাসা, তারা কতটুকু নিরাপদ? এদিকে শিহাবের খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত আরও কয়েকটি আলামত পুলিশ উদ্ধার করেছে। পলাতক আসামীদের ধরতে টিম পাঠানো হয়েছে ঢাকার বাইরে।

শিহাবের লাশ দাফন করা হয়েছে তার বাগেরহাটের গ্রামের বাড়িতে। কফিনে ভরা লাশ সেভাবেই দাফন করা হয়েছে। টানা ৫৩ দিন ধরে লাশের টুকরা এভাবে মাটি চাপা থাকার কারণে তা পচে, গলে বিকৃত হয়ে গেছে। সে বিকৃত দেহ আর বাবা-মায়ের সামনে আনা হয়নি। এমনকি ঢাকাতে জানাজাও হয়েছে মসজিদে। শিহাবের বাবা দিলদার বললেন, এ লাশ শিহাবের মাকে দেখানো সম্ভব নয়। তাঁর মনে নিজের সন্তানের যে চেহারা আঁকা আছে তাই থাক। নতুন করে বিকৃত চেহারা আর মনে রাখতে চাই না। তিনি বললেন, নিজের সন্তানের এমন চেহারা কোন বাবা-মা দেখতে পারেন না।

এদিকে পুলিশ বলেছে, শিহাব হত্যা মামলায় পলাতক আসামীদের গ্রেফতারে ডিবির টিম পাঠানো হয়েছে ঢাকার বাইরে। তারা পলাতক চার আসামী রাজু, সবুজ, নাছিম ও রুবেলকে ধরতে অভিযান জোরদার করেছে। পুলিশ মামলার তদন্তে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। সর্বশেষ উদ্ধার করা হয়েছে স্বর্ণের চেন, স্টিল আলমারির পাল্লা, মই ও বালতি। এই চেন দিয়ে কেনা হয়েছিল সেই সাইকেলটি। আর শিহাবকে খুন করার পর মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল স্টিল আলমারির পাল্লা দিয়ে। মেঝের রক্ত মোছার সেই বালতিও পুলিশ উদ্ধার করেছে।